

প্রথম খণ্ড — উপাসনা

চতুর্থ অধ্যায়

উপাসনা-বিবরণ

উপাসনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপাসনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্দেশ সময়ে সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ নিম্ন অবস্থার উল্লেখ করা যাইতেছে বটে, কিন্তু সাধনাকালে নিম্ন অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে হয়। এ জন্য বিস্তৃত ও বিশেষ বিবরণ লিখিবার সময়ে নিম্নাবধি ক্রমশঃ উচ্চাধিরোহণ পদ্ধতির অনুসরণ করা যাইবে।

(১) উপাসনার সর্বোচ্চ অবস্থা পরম প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমঅঙ্কে আরোহণ। তখন পিতা-পুত্রে মিলন হওয়াতে জগতেও একটা আনন্দপ্রবাহ বহুজীবের অজ্ঞাত ভাবেও প্রবাহিত হয়। তখন ঐ একজনের সুনির্মল ভাবনিবন্ধন সকলেরই যেন হৃদয়ে কোনও অনির্দেশ্য কারণে আনন্দোদয় হইতে থাকে। এই মহতী অবস্থাকে কেহ “লয়”, কেহ “নির্ঝর” এবং কেহ অন্যরূপ শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থাপন্ন মানবের শক্তি নির্দেশ করা একরূপ অসাধ্য বলিলেও হয়, কারণ তখন দেবগণও তদীয় আজ্ঞাধীন থাকেন।

(২) ব্রহ্মদর্শন। প্রকৃত পক্ষে এই পর্য্যন্তই উপাসনার শেষ বলা যায়। তবে যাবৎ নিত্য ব্রহ্মদর্শন না হয়, তাবৎ কালও উপাসনা বিধেয়।

(৩) ব্রহ্মতেজোদর্শন। এই অবস্থায় দেহী যাবতীয় দোষ ও পাশ হইতে মুক্তিসহকারে শুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৪) ব্রহ্মের সত্তাজ্ঞান। জগদীশ্বর যে আমার চতুর্দিকে এবং অন্তর বাহিরে আছেন, এইরূপ অটল প্রতীতি, ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় লাভ করা।

(৫) উপাসনার একটা উচ্চ অঙ্গ ধ্যান। পূর্বোক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ও প্রথমে ধ্যানাবস্থায় লাভ করিতে হয়। পরে সাধকের এরূপ অবস্থা হয় যে, সাধারণে যাহাকে ধ্যান বলে, তাহা যে তিনি করিতেছেন, এরূপ বোধ হয় না। অথচ পূর্বোক্ত সত্ত্বাবোধ বা দর্শনাদি সর্বাবস্থাতেই হয়।

ধ্যানসংক্রান্ত সবিশেষ বিবরণ “সাধনা” নামক দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে কেবল স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত লিখিত হইল।

ধ্যানের ক্রমিক অবস্থা এই —

দৃশ্যতে জায়তে চৈব ধ্যানস্থেন মনস্বিনা।

প্রথম মন্বন্তরমসং দ্বিতীয়ং বিরলং তমঃ।

তৃতীয়ং স্বল্পকালস্থা মূর্তি বা দীর্ঘ কালগা ।
ততোহমরাণাং জ্যোতীংষি, পঞ্চমং কথনং সুরৈঃ ।
ষষ্ঠে তেজো ব্রহ্মণশ্চ, সপ্তমে ব্রহ্মদর্শনম্ ॥

— অর্থাৎ ধ্যানস্থ মনস্বিকর্তৃক নিম্নলিখিত সাতটি অবস্থা দৃষ্ট বা অনুভূত হয় । —

- ১ম — ঘোরতর অন্ধকার,
- ২য় — বিরল অন্ধকার,
- ৩য় — স্বল্পকালস্থায়িনী বা দীর্ঘকালস্থায়িনী মূর্তি,
- ৪র্থ — দেবগণের জ্যোতিঃ,
- ৫ম — দেবগণের সহিত কথোপকথন সম্পাদন,
- ৬ষ্ঠ — ব্রহ্মতেজোদর্শন ।
- ৭ম — ব্রহ্মদর্শন ।

এই সাতটি অবস্থার মধ্যে প্রথম তিনটি অবস্থার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন নাই । চতুর্থ অবস্থা হইতেই প্রকৃত পক্ষে ধ্যানানন্দ জন্মে । সুতরাং সাধকগণের পক্ষে পূর্বোক্ত চারিটি অবস্থার পূর্বে এবং স্ততিজপাদির পরে আরও দুইটি যে অবস্থা হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল । — উপাসনা পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬

নিষ্পাপ মহাত্মারা কোনও কারণে পাপস্পৃষ্ট হইলে একমাত্র গুণকীর্তন দ্বারাই পাপমুক্ত হইতে পারেন । কিন্তু পাপাচরণশীলদিগের পক্ষে তাহা অসাধ্য । অতএব তাহারা পূর্বোক্ত নিয়মে গুণকীর্তন ও প্রার্থনা করিবে ।

পূর্বে যে পঞ্চবার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা যেন অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় ব্যাপিনী হয় । অর্থাৎ প্রতিদিন অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় ব্যাপিয়া যেন উপাসনা সম্পন্ন হয় ।

পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উপাসনা সাধারণ ভাষায় বা স্তোত্রদ্বারা অথবা সঙ্গীত সহযোগে করা যাইতে পারে । অথবা ধ্যান করিয়াও উক্ত মহান্ ব্যাপার সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে । ইহাদিগের মধ্যে নিষ্পাপ ও স্থিরচিত্তদিগের পক্ষে ধ্যানই প্রশস্ত । কিন্তু যাহারা পাপী ও চঞ্চলচিত্ত, তাহাদিগের পক্ষে গানই সর্বপ্রধান উপাসনোপায় । তাহাদিগের পক্ষে ধ্যান হইতে গানই প্রকৃষ্ট । এ বিষয়ে শাস্ত্রেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা —

ধ্যানাৎ পরতরং জ্ঞানম্ জ্ঞানাৎ পরতরো জপঃ ।
জপকোটি-সমং গানম্ গানাৎ পরতরো ন হি ॥

— অর্থাৎ জ্ঞান ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ; জপ জ্ঞান হইতে এবং গান কোটিসংখ্যক জপ হইতেও শ্রেষ্ঠ। আর গান হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

উল্লিখিত মতের সর্বাংশ আমাদিগের অনুমোদিত ও অভিপ্রেত না হইলেও, ইহা নিশ্চিত যে উপাসনা গানযোগে যেরূপ হয়, এইরূপ আর অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। এই হেতুবশতঃ উপাসনাকালে গান করিবার জন্য মহর্ষি যাঙ্কবক্ষ্যও অনুমতি করিয়াছেন। — **উপাসনা পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২**

এক্ষণে উপাসনা পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। —

১ম — ধর্মের শ্রেষ্ঠতাসূচক সঙ্গীত।

২য় — নির্বেদজনক সঙ্গীত।

৩য় — মনের প্রতি বা জনের প্রতি সন্দ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত।

৪র্থ — গুণকীর্তন (সাধারণ কথায়, স্তবে, বা গানদ্বারা, অথবা ঐ তিন প্রকারে)।

৫ম — স্বীয় পাপের উল্লেখ ও তজ্জন্য আত্মগ্লানি ভোগ।

৬ষ্ঠ — পাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা।

৭ম — গুণের জন্য প্রার্থনা।

৮ম — ধ্যান।

৯ম — দীক্ষাবীজ জপ। (এস্থলে বক্তব্য এই যে, গুণকীর্তনের পূর্বেও দীক্ষাবীজের অন্ততঃ তিনবার উচ্চারণ অত্যাৱশ্যক। এবং ধ্যানের পরে অন্ততঃ বিংশতিবার জপ করা কর্তব্য। কেহ কেহ সহস্র, দশ সহস্র ও লক্ষবারও জপ করিয়া থাকেন)।

১০ম — জগদীশ্বরের কৃপাময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান।

১১শ — জগদীশ্বরের আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান।

১২শ — স্তব বা গানদ্বারা জগদীশ্বরের প্রেমানন্দময়ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখপূর্বক ধন্যবাদ দান। — **উপাসনা পৃষ্ঠা-১৯৩**

অবস্থা চতুষ্টয়

জগদীশ্বরের উপাসনাসম্বন্ধে এপর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, সাধারণের পক্ষে তৎসমুদায় যথেষ্ট হইলেও অপর একটা বিষয় এস্থলে নির্দেশ করা একান্ত বিধেয়। উচ্চশ্রেণীর সাধকগণের মধ্যে গানময়ী, ভাবিজ্ঞানময়ী, দূরদর্শনময়ী এবং প্রেমময়ী এই চারিটা অবস্থা দৃষ্ট হয়। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাধক হইতে হইলে উক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনও একটা বা একাধিক অথবা সমস্তগুলি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। একারণ ঐ অবস্থাচতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

যে অবস্থায় সাধক নিরন্তর গুন্ গুন্ করিয়া জগদীশ্বরের গুণরাশি গান করেন, প্রার্থনাই বল, বা গুণকীর্তনই বল, কিংবা স্বকীয় পাপোপশ্লিষ্টই বল, সর্বাবস্থায় গান করিয়াই উদ্দেশ্য সাধন করেন; আর কোনও বিষয়ের উত্তর দিতে হইলেও গানদ্বারাই প্রায় উত্তর দান করেন, সেই অবস্থাকে গানময়ী অবস্থা কহে। এতদবস্থাপন্ন সাধক অধিকাংশ সময়ই গান করিয়া থাকেন। স্বর বোধ বা রাগরাগিণী জ্ঞান, অথবা তাল বোধ না থাকিলেও তাঁহার গানের বিরতি হয় না। এই মহতী অবস্থা লাভ করিতে হইলে নিরন্তর স্বর সংযোগে পরমপিতার গুণকীর্তন করা কর্তব্য। পরে নিরন্তর অনুশীলনপ্রভাবে উক্ত অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় যখন হয়, তখনই প্রকৃত পক্ষে গানময়ী অবস্থা ঘটে।

ভাবিজ্ঞানময়ী অবস্থায় ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা জানা যায়। এই মহীয়সী অবস্থা লাভ করিতে হইলে ভক্তিভরে বহুকাল ধ্যাননিমগ্ন থাকিতে হয়। এইরূপে বহুদিন গত হইলে, এই দুর্লভ অবস্থা অনায়াসে লব্ধ হয়।

দূরদর্শনময়ী অবস্থায় সাধক কোন স্থানে বসিয়া তাহার দূরবর্তী স্থানের বৃত্তান্ত দর্শন করিতে পারেন। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলেও প্রথমে প্রগাঢ় ভাবে ধ্যাননিমগ্ন থাকিতে হয়। ইহার ও ভাবিজ্ঞানময়ী অবস্থার অন্যান্য সাধনা বিবরণ, সাধনা নামক দ্বিতীয় খণ্ডের ‘গুণসাধনা’ প্রকরণে উল্লেখিত হইবে।

প্রেমময়ী অবস্থায় সাধক নিরন্তর প্রেমভাবে পূর্ণ থাকেন। জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণমাত্র তদীয় গদগদ ভাব, অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি লক্ষণ সমূহের উদ্ভব হয়। এই অবস্থাই পূর্বোক্ত অবস্থা চতুষ্ঠয়ের মধ্যে সর্বপ্রধান। এই মহিষ্ঠা অবস্থার উৎপত্তি বা প্রাপ্তি একমাত্র প্রেমসাধনা প্রভাবেই সংঘটিত হয়। এতদবস্থান্বিত মহাত্মা সাধকের দর্শনে সর্বপাপ ক্ষয় হয় এবং শত শত কূটতর্কের সদ্যঃই মীমাংসা হইয়া থাকে। ফলতঃ, এই মহিষ্ঠা, গরিষ্ঠা, সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার বর্ণনা করা একান্ত অসাধ্য। এই অবস্থায় উপনীত সাধকগণ যেমন স্বয়ং মুক্ত হইতে পারেন, তেমনই অন্যকেও মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু জগতের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, উক্ত অবস্থাপন্ন সাধকগণ অবিশ্বাসী পাপাত্মাদিগের নিকটে প্রায়ই স্বীয় অবস্থা গোপন করেন। যদি বিশ্বাসের কণামাত্র থাকে, যদি বর্তমান অবস্থার পাপ হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষ থাকে, এবং যদি জনুজন্মার্জিত পাপরাশির, অনলসংযোগে তুলারশির ন্যায়, ভস্মীকরণে বাসনা থাকে, তবে ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধকে আত্মসমর্পণ দ্বারা পরম কারুণিক পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করা, প্রত্যেক মানবেরই যে অবশ্য কর্তব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। - উপাসনা পৃষ্ঠা ১৯৩-

(৬৪)

[পূর্ববী — আজ্ঞা]

তঁার ধ্যানে কেন রত, না হইছ মম মন ।

রজনীর আগমনে নিস্তব্ধ এখন ভুবন ।

কি কব অন্যের কথা, ধ্যানে মগ্ন তরুণতা,
পশু পাখী কীট তথা, ধ্যান হীন তুমি কেন?
তাই চিন্তা পরিহারি, ভজরে সে দয়াল হরি,
নিখিল পাপতাপহারী, শান্তিসুধা যাঁর দান ।

— উপাসনা (তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত) পৃষ্ঠা ২৩০

(৯২৩)

[পূর্ববী — আজ্ঞা]

উত্তমো ব্রহ্মসম্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।

স্তুতির্জপোহধমো জ্ঞেয়ো বাহ্যপূজাহধমাদমা ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুত্তমা, স্তুতিঃ প্রায়েণ মধ্যমা,
জ্ঞান মূলা দশা সৰ্ব্বা, ভক্তিমূলেতি কেচন ।
প্রেম সৰ্ব্বস্য মূলংস্যাৎ নাস্তি প্রেমঃ পরোণ্ডণঃ,
একাত্মতা দেবাত্মনঃ, সারল্যঞ্চ নরাত্মনঃ ।

— উপাসনা (তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত) পৃষ্ঠা ২৬৭

ভারতে যে ঐরূপ একটা মত বহু পূর্বাবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত সাধকগণ হাস্য না করিয়া পারেন না । ঈশ্বরের রূপ নাই, অথচ তুমি রূপ কল্পনা করিতেছ, কেন? বলিবে যে, তাঁহাকে ধারণা করিবার জন্য । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তুমি হিমালয়ের অপ্রাপ্তি কালে দূরীকে হিমালয় ভাবিয়া কি কখনই হিমালয়-জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে? কখনই নহে । অধিকন্তু তোমার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া প্রকৃত সাধকগণ তোমাকে উন্মত্ত ভিন্ন আর কি বলিবেন? অতএব হে প্রিয় ধর্মার্থিন্! তুমি এই কল্পনা পরিত্যাগ কর । যদি বল, অনন্ত অপ্রমেয় চিন্ময় পরমেশ্বরের ধ্যান কিরূপে করিব? এজন্যই তাঁহাকে শরীরী কল্পনা করিয়া থাকি । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যতকাল ঈশ্বর-দর্শন না হইবে, ততকাল তাঁহার ধ্যান করা অসম্ভব । যদি কল্পিত

ধ্যান দ্বারা তাঁহার ধ্যানে শক্তি জন্মিত, তবে ঘাসের অবলম্বনেও আকাশ করগত হইতে পারিত। অতএব যে পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন লাভ না কর, তৎকাল পর্য্যন্ত সেই অনন্ত গুণময়ের গুণরাশির ধ্যান (চিন্তা) কর। হে ধর্ম্মার্থিন! এতদ্বারা রূপ-ধ্যানের নিষ্ফলতা উক্ত হইতেছে না, তবে যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করা যে, একান্ত নিষ্ফল, তাহাই কথিত হইতেছে। যদি রূপ-ধ্যানের অবলম্বনে আত্মানুভূতি-সাধন করিতে চাও, তবে যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্ম-দর্শন হইবে, এবং যিনি প্রসন্ন না হইলে কোটি জন্মের তপস্যা দ্বারাও কিছুই হইতে পারিবে না, সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের ধ্যান কর। তাহাতেই ধ্যান-লভ্য পরমোন্মতি লাভ করিতে পারিবে। ধ্যানের সবিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থের সাধনা নামক দ্বিতীয় খণ্ডে দেখ। - উপাসনা পৃষ্ঠা ৮৯

(১) দীক্ষিত ব্যক্তি প্রতিদিন অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় জগদীশ্বরের উপাসনা করিবেন। ইহাতে অসমর্থ হইলে ১০৮ বার স্বীয় বীজ উচ্চারণ এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে অন্ততঃ ২০ বার স্বীয় বীজ উচ্চারণ করিবেন। যে দীক্ষিত আত্মানুভূতির জন্য সবিশেষ লালায়িত, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিবেন। উপাসনার পক্ষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও নিশীথ (অর্দ্ধরাত্র) অতি প্রশস্ত সময়। তড়িৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নও উৎকৃষ্ট কাল। অতএব ঐ পঞ্চ সময়ে উপাসনা করিবে এবং আহালাদি কালে, গমন কালের প্রথমে, আহালাস্তে, আগমন কালের প্রথমে ইত্যাদি সময়ে স্বীয় বীজ অন্ততঃ দ্বাদশ বার উচ্চারণ করিবে। বীজার্থ বোধ হইলেই জানিতে পারিবে যে উহা পরমেশ্বরের গুণবাচক শব্দ মাত্র। অতএব সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, কার্য্য মাত্রের আদিত, অন্তে ও মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল নাম স্মরণ করিবে। পরমেশ্বরের দর্শন লাভের পূর্বে ব্রহ্ম ধ্যান সম্পূর্ণ হইতে পারে না, কারণ ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। তৎকালে কেবল পরমেশ্বরের গুণরাশিই চিন্তা করিবে। তখন তদীয় অরূপ রূপ চিন্তা করার শক্তি কিরূপে হইবে? কিন্তু তাহা বলিয়া ধ্যান ত্যাগ করিবে না। ইহার সবিশেষ বিবরণ পরে দেখ। - সত্য-ধর্ম্ম; গুরুতত্ত্ব পৃষ্ঠা ১৪৬

(১০) প্রতিদিন গুরু মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। এই ধ্যান প্রভাবে ও পরমপিতার উপাসনা বলে ধ্যান কালে ক্রমশঃ নিম্নলিখিত বিষয়েও জ্ঞান হইবে। তথাচ

দৃশ্যতে জায়তে চৈব ধ্যানস্থেন মনস্বিনা।

প্রথম মন্ত্রতমসং দ্বিতীয়ং বিরলং তমঃ।

তৃতীয়ং স্বল্পকালস্থা মূর্ত্তি বা দীর্ঘকালগা।

ততো হমরাগাং জ্যোতীংষি পঞ্চমং কথনং সুরৈঃ।

ষষ্ঠে তেজো ব্রহ্মণশ্চ সপ্তমে ব্রহ্ম দর্শনম্।

এতেষাং বিবৃতিঃ প্রাপ্যা শ্রীগুরোর্বদনামুজাং ॥

অর্থাৎ ধ্যানস্থ মনস্বী মানব ক্রমশঃ এই সকল দেখিতে ও জানিতে পারেন। প্রথমে তিনি গাঢ়তর অন্ধকার দেখেন; দ্বিতীয় সময়ে বিরল অন্ধকার; তৃতীয় সময়ে মূর্তি দর্শন, এই মূর্তি কখনও অল্পকাল এবং কখনও বা দীর্ঘকাল থাকে। চতুর্থতঃ দেবগণের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগণ শব্দে পরলোক গত মহাত্মা বা ইহ লোকস্থিত মহাত্মা বুঝাইতেছে। অনন্তর ঐ সকল মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন হয়। ইহাই পঞ্চম অবস্থা। ষষ্ঠাবস্থায় ব্রহ্মের তেজোদর্শন হয়। এই তেজে ও দেবতেজে অনেক প্রভেদ, প্রত্যক্ষ না হইলে বুঝাইবার সাধ্য নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে দেব তেজ দর্শনে মনে কেবল আনন্দ সঞ্চর হয়, ব্রহ্ম তেজোদর্শনে জ্ঞান লাভ, প্রেম লাভ ও আনন্দ লাভ হওয়াতে অপূর্ব অবস্থা হইয়া থাকে। সপ্তমে ব্রহ্ম দর্শন। ব্রহ্মও অনির্বচনীয় এবং তদীয় দর্শনও অনির্বচনীয়, ইহা প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ ভাষা জগতে নাই।

— সত্য-ধর্ম; গুরুতত্ত্ব পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯

জগদীশ্বরের উপাসনা না করা এবং ধ্যানধারণাদি না করাই ধর্মের ও মোক্ষলাভের বিদ্য।

—সাধনা পৃষ্ঠা ১৪

ধ্যান। লক্ষ্যে স্থিতি যদি অনন্যচিত্তাসহকারে হয়, তবে তাহাকে ধ্যান কহে। কোনও পদার্থ তুমি লক্ষ্য করিয়াছ অর্থাৎ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ। উহা সাকার ই হউক বা নিরাকার ই হউক, তদ্বিষয়ে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু তৎকালে যদি চিত্ত অন্যবিষয়ে না যায়, তবে ঐরূপ চিন্তনকে ধ্যান কহে।

পতঞ্জলি বলেন যে,

দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা।

তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্।

অর্থাৎ চিত্তকে কোনও পদার্থে বন্ধ করার নাম ধারণা। আর তৎপদার্থে যদি জ্ঞানের একতানতা হয়, তবে তাহাকে ধ্যান কহে।

তান্ট্রিকেরা বলেন যে,

ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।

অর্থাৎ শূন্যগত মনকে ধ্যান কহে।

ধ্যান সম্বন্ধে ঘেরণ্ড ঋষি বলেন যে,

স্থূলং জ্যোতি স্তথা সূক্ষ্মং

ধ্যানস্ত ত্রিবিধং বিদুঃ।

অর্থাৎ স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও সূক্ষ্মধ্যানভেদে ধ্যানকে ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে।

গুরুদেবের ধ্যানকে স্থূলধ্যান ও তেজোময় ব্রহ্মের ধ্যানকে জ্যোতির্ধ্যান কহে এবং কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতী হইলে (তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে), উহা জ্যোতির্ময়ভাবে আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ্র হইতে বিনির্গত হয়, চঞ্চলত্বহেতু সম্যগ্‌রূপে দেখা যায় না। ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া যে পরব্রহ্মের ধ্যান, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান কহে। স্থূলধ্যান হইতে তেজোধ্যান শতগুণ, এবং তেজোধ্যান হইতে সূক্ষ্মধ্যান লক্ষগুণ।^(৬)

সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে,

রাগোপহতি ধ্যানম্।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ।

আশক্তিশূন্যতাকে ধ্যান কহে। চিত্তবৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়।

ধ্যানের মূল একাত্মচিন্তা। অর্থাৎ চিন্তের একাত্মতা না হইলে প্রকৃত ধ্যান হয় না, পক্ষান্তরে ধ্যানাভ্যাসেও চিত্ত একাত্ম হয়। ধ্যানদ্বারা বিভূতি লব্ধ হয় এবং বিভূতির ত্যাগে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

ধ্যানাবস্থায় যাহা দেখা যায় ও জানা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দৃশ্যতে জ্ঞায়তে চৈব

ধ্যানস্থেন মনস্বিনা।

প্রথম মন্বন্তরমসং

দ্বিতীয়ং বিরলং তমঃ॥

তৃতীয়ং স্বল্পকালস্থা

মূর্ত্তির্বা দীর্ঘকালগা।

তুর্য্যং সুরাণাং জ্যোতীর্ঘষি

পঞ্চমং ভাষণং সুরৈঃ ॥

ষষ্ঠে তেজোব্রহ্মণশ্চ

সপ্তমে ব্রহ্মদর্শনম্।

(৬) (১) ধ্যায়েত্তত্র গুরুং দেবং দ্বিভূজঞ্চ ত্রিলোচনম্।

(২) ধ্যায়েৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম
তেজোধ্যানং পরাৎ পরম্।

(৩) তেজোধ্যানং শ্রুতং চণ্ড, সূক্ষ্মধ্যানং বদাম্যহম্।
বহুভাগ্যবশাদ্‌ যস্য কুণ্ডলী জাগ্রতী ভবেৎ।
আত্মনঃ সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাদ্‌ বিনির্গতা,
বিহরেদ্‌ রাজমাগেচ্‌ চঞ্চলত্বা ন্ন দৃশ্যতে।

(৪) স্থূলধ্যানাচ্ছতগুণং তেজোধ্যানং প্রচক্ষতে।

তেজোধ্যানাল্লক্ষগুণং সূক্ষ্মধ্যানং পরাৎপরম্ ॥ — ঘেরঙ সংহিতা।

এতেষাং বিবৃতি জ্যেয়া
শ্রীগুরো বদনামুজাৎ ॥

অর্থাৎ ধ্যানস্থ মনস্বী মানব ধ্যানকালে নিম্নলিখিত সাতটি বিষয় দর্শন করেন বা জানিতে পারেন। যথা—

- প্রথম— যোরতর অন্ধকার,
- দ্বিতীয়— বিরল অন্ধকার,
- তৃতীয়— স্বল্পকালস্থায়িনী বা দীর্ঘকালস্থায়িনী মূর্তি,
- চতুর্থ— দেবজ্যোতিঃ,
- পঞ্চম— দেবগণের সহিত কথন,
- ষষ্ঠ— ব্রহ্মতেজোদর্শন,
- সপ্তম— ব্রহ্ম-দর্শন।

ব্রহ্মদর্শনের পূর্বে যাহা যাহা দেখা যায়, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। যথা—
বহবো দেবা বীক্ষ্যন্তে ইতি সিদ্ধাঃ।

অর্থাৎ বহু দেবের দর্শন হয়, ইহা সিদ্ধেরা বলেন।

ভীমকায়ী বহবো দৃশ্যন্তে ইতি তান্ত্রিকাঃ।

অর্থাৎ ভীমাকৃতি বহু পদার্থ দৃষ্ট হয়, ইহা তান্ত্রিকেরা বলেন।

নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং

খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশিশি নাম্।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি

ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ।

অর্থাৎ শিশির, ধূম, সূর্য্য, অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র এই সকল ক্রমশঃ অভিমুখে আসিয়া ব্রহ্মদর্শন প্রকাশ করে।

ঈশ্বরধ্যানে জাতগুণের লয়, লয়শীল মিশ্রগুণের লয়, অলয়শীল মিশ্রগুণের বৃদ্ধি এবং সরলগুণের পরমোন্নতি হয়।

বহুসংখ্যক ব্যক্তি ধ্যানজ্ঞানাভাবে বলেন যে, নিরাকারের ধ্যান হইতে পারে না, কিন্তু তাহা যে অসঙ্গত, তাহা ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি মাঝেই বুঝিতে পারেন।

ধ্যান স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। স্থূলদেহধারীর যে পূর্ববৎ চিন্তন, তাহাই স্থূলধ্যান এবং সূক্ষ্মপদার্থের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহী, কারণদেহী বা দেহাতীত পরমেশ্বরের যে পূর্ববৎ চিন্তন, তাহাই সূক্ষ্মধ্যান বলিয়া কথিত হয়। এই বিভাগ তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে লিখিত হইল।

পরমপিতা পরমেশ্বরের বিষয়ে যে ধ্যান, তাহাই সূক্ষ্মধ্যান এবং গুরুদেবের যে ধ্যান, তাহাই স্থূলধ্যান। অন্য কাহারও ধ্যানে প্রয়োজন নাই। অনেকে বলেন যে, সূক্ষ্মধ্যানে অসমর্থ মানবের পক্ষে দেবদেবীর স্থূলধ্যান করা কর্তব্য। কেননা স্থূলধ্যান বিষয়ে কৃতার্থ হইলেই সূক্ষ্মধ্যানে সামর্থ্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মধ্যানে অসমর্থ এরূপ মানব যে পৃথিবীতে আছে, এরূপ বোধ হয় না। তথাপি যদি কোনও ব্যক্তি আপনাকে তদ্রূপ বোধ করেন, তবে তিনি দেবদেবীর ধ্যান না করিয়া গুরুদেবের ধ্যানদ্বারা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন। আর ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, সাধকের নিকট গুরু হইতে প্রধান দেবদেবী নাই। সুতরাং, তিনি প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রধানকে কেন অবলম্বন করিবেন? ^(খ) - সাধনা পৃষ্ঠা ২০-২৩

কিন্তু মানুষ ত ছাড়িবার পাত্র নয় যে, এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াই চূপ করিয়া থাকিবে। তাহারা বুঝিল যে, যে বিষয়ের মর্ম জানিতে হয়, তাহার রীতিমত অনুশীলন করা কর্তব্য। একারণ বহুসংখ্যক ভারতীয় ঋষি জগদীশ্বরের উপাসনা ও ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়া, ভক্তবৎসল দয়াময়ের দয়ায় জানিতে পারিলেন যে, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। কেননা, বাহ্যচেষ্টায় বহুশত বর্ষে যে জ্ঞান লব্ধ হয় না, তদীয় উপাসনায় অত্যল্প সময়ে তদপেক্ষা শত শত গুণে মহতোমহীয়ান্ জ্ঞাননিচয় লব্ধ হইতে লাগিল। তখন ই তাঁহারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে,

“ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমন্ত”।

অতঃপর তাঁহারা অধিকতর মনঃসংযোগ পূর্বক উপাসনা ও ধ্যানধারণার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে জানিলেন যে, তিনি অনন্ত বটেন কিন্তু আনন্দস্বরূপ। অবশেষে যখন জানিতে পারিলেন যে তিনি প্রেমময়, তখন একবাক্যে বহুঋষি বলিলেন যে,

সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম

আনন্দরূপ মমৃতং। রসো বৈ সঃ।

অতএব মনুষ্যমাত্রেই প্রগাঢ় উপাসনায় ও ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারেন যে, জগদীশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, আনন্দস্বরূপ, অমৃত ও প্রেমরসময়।

অতএব পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সারাংশ এই যে,

১মতঃ, অনন্তের উপমা সান্ত পদার্থে সম্পূর্ণ হইতে পারেনা।

^(খ) দেবদেবীগণ গুরুদেব হইতে উন্নত বা অবনত অথবা তাঁহার তুল্য হইতে পারেন বটে, কিন্তু শিষ্যের পক্ষে মূল লিখিত বোধই আবশ্যিক। তথাহি — মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।

২য়তঃ, উপাসনাশীল ও ধ্যানপরায়ণ মানব জগদীশ্বরকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, আনন্দস্বরূপ, অমৃত ও প্রেমময় জানিতে পারেন। এতদ্বিষয়ে শাব্দ প্রমাণই প্রথমে অবলম্ব্য, পশ্চাৎ সমুদায়ই স্বানুভূত হয়।

পূর্বোক্তানুভবকারী সাধক যদি ইহার পরেও ক্রমাগত উপাসনা ও ধ্যান — এই উভয় ব্যাপারে ব্যাপ্ত থাকেন, তবে তিনি ক্রমশঃই অনুভব করেন যে,

(৩) জগদীশ্বর সর্বশক্তিমান

(৪) জগদীশ্বর সর্বব্যাপী, এবং

(৫) জগদীশ্বর মঙ্গলময়।

অর্থাৎ জগদীশ্বরের অনন্ত গুণরাশির মধ্যে উল্লিখিত ত্রিবিধ গুণে সাধকের প্রত্যয় জন্মে। এইরূপে অনন্ত অভ্যেয়াপ্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইয়া সাধক পরমানন্দে নানাবিধ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। **অতএব ধর্মার্থী ও মোক্ষার্থী উভয়ের ই প্রথম কর্তব্য উপাসনা ও ধ্যান। -সাধনা ২৭-২৮**

যখন সাধক স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, অথবা শারীরিক অসুখজন্য উক্ত উভয়ের অন্যতর সম্পাদনে অশক্ত হন, তখন জপই প্রধান অবলম্বন হয়। ধ্যানাবস্থায় অসংখ্যাত মানস জপই প্রশস্ত। ধ্যানে নিমগ্ন হইতে না পারিলে সংখ্যাত জপ করাই কর্তব্য। বিশেষতঃ, তৎকালে উপাংশু বা ব্যক্ত জপ বিধেয়। জপও একপ্রকার গুণকীর্তন, সুতরাং গুণকীর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় অঙ্গ ও ফল জপসম্বন্ধেও জানিবে।

নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে উপবেশনপূর্বক নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে ঘোরতর অন্ধকার ই লক্ষিত হয়। পরে আত্মার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে ঐ অন্ধকার বিরলভাবাপন্ন হয়। তৎপরে মূর্তিদর্শন হইতে থাকে। মূর্তিদর্শন কালে কখনও ঐ মূর্তি অল্পকালের জন্য এবং কখনও বা দীর্ঘকালের নিমিত্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার পরে দেবগণের জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। দেবগণ শব্দে ইহকালস্থ মুক্ত পুরুষ ও পরলোকগত উন্নত মহাত্মগণ বুঝিবে। অতঃপর — দেবগণের দর্শনলাভ এবং তৎপরে দেবগণের সহিত কথোপকথন সম্পন্ন হয়। -সাধনা পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮

জগদীশ্বরের ধ্যান করিবে। যদি তাহাতে অসমর্থ হও, তবে গুরুধ্যান করিবে। ধ্যানের সবিশেষ বিবরণ তত্ত্বজ্ঞান গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। -সাধনা পৃষ্ঠা ১৮৯

অভেদজ্ঞানের সাধনা।

প্রথম প্রকার অভেদজ্ঞানের সাধনা করিতে হইলে প্রথমতঃ একাগ্রতা প্রবন্ধে লিখিত উপায়ে অন্ততঃ একাগ্রতার তৃতীয় অবস্থা লাভ করিতে হয়। এবং ধ্যানশক্তি

যাহাতে বলবতী হয়, তজ্জন্য সবিশেষ সাধনা করিতে হয়। আর পরমার্থ জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা সবিশেষরূপে জানিতে হয় যে, একমাত্র অনাদি, অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য ও অনন্তরূপে অনন্ত উন্নত অনন্ত গুণের অনন্তনিধান পরমপিতা পরমেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি স্বীয় দয়াদিগুণে ইহার পালয়িতা। অপর, যখন মঙ্গলার্থে ধ্বংসের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন তিনিই ইহার সংহার করিয়া থাকেন। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই তাঁহার বা তাঁহার গুণবিশেষের অংশ, অর্থাৎ জড়জগৎ তাঁহার অনন্ত অসীম নিরাকারত্ব গুণের অংশ^(১) এবং সূক্ষ্মজগৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদীয় অংশ। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই একই ‘মহতো মহীয়ান’ পরম মহেশ্বরের শ্রীশ্রীমঙ্গলচরণ-রজঃ-কণা মাত্র। এজন্য আমরা সকলে সমপিতৃক ও অধিকাংশগুণে সমভাবাপন্ন। অপর এই সৃষ্টিতে আমাদের প্রধান কর্তব্য এই যে, সকলেই আমরা প্রকৃতপক্ষে এক, ব্রহ্মাদি-সত্ত্ব পর্যন্ত সকলেই যে একই মহতোমহীয়ান্ পরম মহেশ্বরের অংশ, ইহা সবিশেষ জ্ঞান হওয়া ও ধারণা করা অত্যাবশ্যক। এই কার্য সম্পন্ন হইলে ধ্যানাবস্থায় তদাতচিন্তে উহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে হয় এবং তাহা হইলেই অচিরে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অভেদজ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই স্থানে ইহা বলা অত্যাবশ্যক যে, এই উপায়ে সমর্গ অভেদজ্ঞান অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হয় এবং উত্তমর্গ অভেদজ্ঞান সাধনেও অধিক কষ্ট পাইতে হয় না কিন্তু অধমর্গ অভেদজ্ঞান অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হয়।

— সাধনা পৃষ্ঠা ২০৭

(১) ইহার সবিশেষ বিবরণ উপাসনা গ্রন্থে সৃষ্টি-প্রকরণে দেখ।